যায়যায়দিন

10 SEP 2009
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ......

বগুড়ার ডিসির বই না কেনায় শিক্ষকদের বেতন বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার বগুড়া

বগুড়ার জেলা প্রশাসকের (ডিসি) লেখা বই না কেনায় বিভিন্ন স্কুল-কলেজের, শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বন্ধ হয়ে গেছে।

জানা গেছে, বই না কিনলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা (ইউএনও) শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার শিটে স্বাক্ষর করছেন না। ফলে শিক্ষকরা ১ হাজার ১২৫ টাকায় বই কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। ঈদ ও পূজার আগে ডিসির এমন কর্মকাণ্ডে শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। হয়রানির ভয়ে এ ব্যাপারে কেউ প্রকাশ্য মুখ খুলছেন না।

জানা গেছে, ডিসি ইফতেখারুল ইসলাম খানের লেখা 'নিসর্গ-নারী ও অরি', 'হৃদয় বন পুষ্পর মর্মরে', 'বসত্ত ভূষণ ভূষিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়', বেতন : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

বেতন : বগুড়ায়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

'হিন্দু পুরাণ', 'ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষার মাধুর্য', ও 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে' এ ছয়টি বই নিয়ে একটি সেট তৈরি করা হয়েছে। বইগুলো প্রকাশ করেছে অয়ন প্রকাশনী। এক সেট বইয়ের দাম রাখা হয়েছে ১ হাজার ১২৫ টাকা। বগুড়ার ১২টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে বিক্রির জন্য এ সপ্তাহে বইগুলো পাঠানো হয়েছে। আদমদীঘি ইউএনওর কাছে ৩০ সেট বই পাঠানো হয়। ধুনটে পাঁচ সেট, অন্য উপজেলাতেও বিপুলসংখ্যক বই পাঠানো হয়েছে। বইগুলো উপজেলার বেসরকারি কলেজ, স্কুল ও দাখিল মাদ্রাসা শিক্ষকদের কাছে বিক্রি করতে বলা হয়েছে।

আদমদীঘির এক শিক্ষক অভিযোগ করে জানান, আগস্ট মাসের বেতন শিটে সভাপতি হিসেবে সই করার আগে আদমদীঘি ইউএনও ইব্রাহীম খান নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে জেলা প্রশাসকের লেখা ওই বইগুলো কেনার নির্দেশ দেন। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বই কেনেনি তাদের বেতন বিল শিটে ইউএনও সই করেননি। গতকাল আদমদীঘিতে ১০ সেট বই বিক্রি করা হয়েছে। অন্য উপজেলাতেও একইভাবে বই বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়। বই বিক্রির কোনো রসিদ বা ক্যাশ মেমো কাউকে দেয়া হয়নি। যারা টাকা দিয়েছে তাদের বিলে সই করা হয়েছে। বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার ৩০টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন শিটে বুধবার ইউএনও সই করেননি এ ধরনের অভিযোগ করেছেন শিক্ষকরা।

আদমদীঘি ইউএনও ইব্রাহীম খান জানান, ডিসি সাহেব বই বিক্রির জন্য তাদের কাছে পাঠিয়েছেন। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষককে বই কিনতে বাধ্য করা হয়নি। যার ইচ্ছা হয়েছে তিনি বই কিনেছেন।

ধুনট ইউএনও আবদুল্লাহ হারুন, বগুড়া সদর ইউএনও মমতাজ উদ্দিনসহ আরো কয়েকটি ইউএনও গতকাল সন্ধ্যায় ডিসির বই পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন।

এ ব্যাপারে বগুড়ার জেলা প্রশাসক ইফতেখারুল ইসলাম খান বলেন, বইগুলো তিনি দেননি। তার প্রকাশক দিয়েছে। বই বিক্রি বাধ্যতামূলক করা হয়নি। কোনো কোনো ইউএনও অতি উৎসাহী হয়ে এটা হয়তো করছে। কেউ ইচ্ছা করলে বই কিনতে পারে। তিনি আরো বলেন, বিকালেই বই বিক্রি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।